127

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 22 DE. 199[illegible]
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

ঢাকা ভার্সিটিতে বিদেশী ছাত্র আগমন কমে যাচ্ছে যে কারণে—

মামুন-অর-রশিদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্রদের আগমন দিন দিন কমে যাচ্ছে। গত পাঁচ বছরে বিদেশী ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত শতাধিক আসনের অনুকূলে সিকিভাগ ছাত্রও আসেনি। বিভিন্ন দেশের দূতাবাস, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ক্যাম্পাসে মাঝে মধ্যে অস্থিতিশীলতা ও ভাষাগত সমস্যার কারণে বিদেশী ছাত্ররা এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র জনাপঞ্চাশেক বিদেশী ছাত্র অধ্যয়ন করছে। প্রতিবছর ২৫টি আসন বিদেশী ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত থাকলেও মাত্র পাঁচ-সাত ছাত্র এখানে আসে। কোন কোন বছর আদৌ কোন বিদেশী ছাত্র আসে না। বিদেশী ছাত্রদের মধ্যে সোমালিয়ানরাই প্রায় শতভাগ। এখানে অন্য কোন দেশের ছাত্র খুবই কম আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস রয়েছে। এখানে কয়েকজন বিদেশী ছাত্র থাকে। অনেক শিক্ষক এখানে থাকেন। এই ছাত্রাবাসের চার ও পাঁচতলা নির্মাণ করা হচ্ছে ব্যাচেলর শিক্ষকদের জন্য। কেন বিদেশী ছাত্ররা বাংলাদেশে আসছে না-এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বলেন, দূতাবাসসমূহের জটিলতা, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ব্যাপক সময় নেয়ার কারণে বিদেশী ছাত্ররা এখানে আসছে না। কারণ এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে তাদের অনেক সময় 'ইয়ার লস' হয়ে যেতে পারে বলে ছাত্ররা মনে করে। সাংবাদিকতা বিভাগে অধ্যয়নরত আবদুর রশীদ (সোমালিয়ান) বলেছে 'এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা খুব আন্তরিক কিন্তু এখানে অনেক সময় স্থিতিশীলতা থাকে না। সে জানায়, এখানে বেশিরভাগ সময় বাংলা ভাষায় পড়ানো হয়। এ কারণেও বিদেশী ছাত্রদের সমস্যা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোন বিদেশী ছাত্র পড়তে আসে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে চুক্তি হলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা চুক্তির ভিত্তিতে বিদেশে পড়তে যায়। কিন্তু বিদেশ থেকে এই বিনিময় চুক্তির আওতায় এদেশে কেউই পড়তে আসছে না। ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে ফিলিপিন্স সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের একটি 'ছাত্র বিনিময় চুক্তি' হয়। চুক্তি হওয়ার পর এটি কার্যকর করার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নেয়নি। এই চুক্তির আওতায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ফিলিপিন্সে বাংলাদেশী ছাত্রদের পড়তে পাঠাচ্ছে। কিন্তু ফিলিপিন্স থেকে এদেশে কেউ পড়তে আসছে না। এই প্রসঙ্গে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন, 'না, না'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্রদের আগমন কমছে কই। প্রতিবছর আমাদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে প্রচুর সংখ্যক বিদেশী ছাত্র ভর্তি হচ্ছে। আর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন।